Decision 2010: ফার্স্ট প্রেফারেন্স; লেবার না গ্রীন!

সামনেই ইলেকশন! জন হাওয়ার্ডের কল্যানে, এখন এখানে আমরা প্রায় সব্বাই একই প্লাটফরমে, লেবার সাপোর্টার; অল্প কিছু গ্রীন সাপোর্টার'ও আছেন। যখনই পলিটিক্স বা আসন্ন ইলেকশান নিয়ে অলোচনা হয়, তখন অনেকেই আমাকে আমার মতামত জিজ্ঞেস করে এবং জানতে চায়, আমাদের ভোট কতটা প্রভাব রাখতে পারবে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনে? আমার উত্তর শুনে প্রথমে অনেকেই প্রথমে অবাক হন! কারন, আমার মত এককালীন কট্টর লেবার সমর্থক এবং সদস্য, যখন বলে "আমার প্রথম প্রেফারেন্স গ্রীন! না না শুধু সিনেটে নয়, পার্লামেন্ট ও সিনেট দুই জায়গাতেই"! অনেকে প্রধানত পালটা দুটি প্রশ্ন করেন, পার্লামেন্ট'এ গ্রীন'কে প্রথম প্রেফারেন্স দিলে মাঝখান দিয়ে লিবারেল তো জিতে যাবে না? বা আমার ভোট'টা নষ্ট হবে না তো? আমার উত্তর, না এর কোন টাই হবে না বরং এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশি কম্যুনিটি'র বার্গেনিং পাওয়ার অনেক বৃদ্ধি পাবে!

ক্লাসিক উদাহরনঃ ব্যাপারটা ব্যাক্ষা করার আগে একটা উদাহরন দিলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বলে মনে করি। যেমন, আমেরিকার ইহুদী ভোটার'রা কয়েকটি স্টেইট যেমন নিউ ইয়র্ক এবং ফ্লোরিডা'য়, কনসেন্ট্রেটেড এবং ইউনাইটেড, এই কারনেই দুই স্টেইট এর নির্বাচনে তারা মাইনরিটি হয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। আমেরিকায় যেমন আছে মার্জিনাল স্টেইট ফ্লোরিডা, আমাদের'ও আছে কিছু মার্জিনাল সীট। আমেরিকায় যেমন মার্জিনাল স্টেইট ফ্লোরিডা'র ফলাফলের উপর প্রেসিডেন্টসিয়াল ইলেকশনের ফলাফল অনেকাংশে (বা বুশ এর সময় পুরোপুরি) নির্ভর করে, তেমনি অস্ট্রেলিয়া'য় রয়েছে কিছু মার্জিনাল সীট, যার উপর পুরো অস্ট্রেলিয়া'র নির্বাচনে'র ফলাফল নির্ভর করে।

ডেমোক্রাটদের শহর নিউইয়র্ক'এর ডেমোক্রাট মেয়র ডেভিড ডিঙ্কিন্সের উপর অসন্তষ্ট হয়ে, ৯০ দশকে ইহুদী ভোটার'রা, তাদের চিরাচরিত আনুগত্য/সমর্থন বদল করে রিপাবলিকান প্রার্থী 'জুলিয়ানী'কে ভোট দিলে, অনেক বছর পর নিউইয়র্ক সিটি'তে মেয়র পদে রিপাবলিকান প্রার্থি জয়লাভ করে! তারপর থেকে 'জুলিয়ানী' কট্টর প্রো-ইসরাইলী বলে নিজেকে প্রমান করার জন্য উঠে পরে লাগে। কারন 'জুলিয়ানী' জানতো যে, ইহুদী ভোটারদের সমর্থন ছাড়া তার জয়লাভ'এর কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো যে, এখন নিউইয়র্কে রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রাট দুই দল'ই ইহুদী ভোটারদের কথায় উঠে বসে, যদিও ইহুদী ভোটার'রা নিউইয়র্কে মাইনরিটী। এই উদাহরনটা ক্লাসিক কারন, এখানে প্রমানিত যে, সংখ্যায় মাইনরিটি হয়েও শুধু মাত্র ইউনিটি আর সঠিক ষ্ট্রাটেজি'র জন্য, মাইনরিটি গ্রুপও প্রচণ্ড প্রভাবশালী হতে পারে। এটা তাদের সাফল্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমদের অনেক কিছু শেখার আছে এর থেকে।

আমাদের ভোটারদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি হলো, আমরা কয়েকটা মাত্র নির্বাচনী এলাকায় কনসেন্ট্রেটেড এবং একই প্লাটফরমে ইউনাইটেড। এই একই কারনে আমরাও ভোটে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবো, এবং আমাদের সংখ্যার তুলনায় আমাদের বার্গেনিং পাওয়ার অনেক বেশী হতে পারে বা হওয়া উচিত। মার্জিনাল ইলেক্টোরেট গুলিতে আমাদের বেশ কিছু ভোটার আছে, শুধু তাই নয়, আমাদের ভোট লেবার না পেলে, আরো কয়েকটি সীট লেবারের জন্য মার্জিনাল হয়ে যেতে পারে।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের আমেরিকার ইহুদী ভোটা'রদের মত অর্থ নেই, মিডীয়া'র উপর আমাদের কন্ট্রোল নেই। তা ঠিক, তাই আমরা অতটা প্রভাবশালী হতে না পারলেও, নির্বাচনের সময় ও নির্বাচনের আগে/পরে বেশ কিছুটা প্রভাব রাখতে পারবো। আমাদের লোকাল লেবার এম পি'রা সব সময় আমদের কথা মত না চললেও, কিছু কিছু সেন্সেটিভ ইস্যু'তে আমাদের মতামত'কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবেন।

আমরা কেন লেবার সাপোর্টার? লেবার এর মাইনরিটি/ইমিগ্রান্টদের ব্যাপারে সহানুভূতির বা সহনশীলতা'র জন্য আমরা (বাংলাদেশি কম্যূনিটি) মূলত লেবার সাপোর্টার। এছাড়া, এডুকেশন ও হেলথ এর ব্যাপারে লেবার এর কমিটমেন্ট ও অন্যতম কারন। আমার হাতে যদিও কোন অফিশিয়াল সার্ভে নাই, তবে যতদুর জানি আমাদের কম্যূনিটি'র প্রায় ১৫,০০০ ভোটারের প্রায় ৯৫+ ভাগই লেবার'কে ভোট দেয় বা দিয়ে আসছে। নতুন প্রজন্মের কারনে, এবার আমাদের ভোটারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেদিনের আলোচনায়, প্রায় ১০-১২ জন উপস্থিত ছিলেন, ২০০৭এর নির্বাচনে সবাই লেবার'কে ভোট দিয়েছিলেন। এবার লক্ষ্য করলাম যে, উপস্থিত ১০-১২ জনের মধ্যে, ৩ থেকে ৪ জন গ্রীন'কে ভোট দেওয়ার কথা চিন্তা করছে। লেবার এর প্রতি অসন্তোষের প্রধান কারন দুইটা।

পররাষ্ট্র নীতিঃ বিশেষত ইরাক ও প্যালেষ্টাইন'এর ব্যাপারে লেবার'ও লিবারেল'এর মত একই নীতি (আমেরিকার অন্ধ অনূসরন!) পোষন করে আসছে। এব্যাপারে লেবার পার্টি, তার ভোট ব্যাংক'এর মতামত'এর তোয়াক্কাও করে না বা করার প্রয়োজন'ও মনে করে না। অথচ আমরা চাই লেবারের 'ব্যালেন্সড এপ্রোচ'। আমরা চাই না, কট্টর প্রো-ইসরাইলী জুলিয়া গিলার্ডের অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি সরকার, টনি ব্লেয়ারের বৃটিশ লেবার পার্টি' সরকার'এর মত, আমেরিকানদের 'ল্যাপডগ' এ পরিনত হউক। এবং সে জন্য সময় থাকতেই লেবার'কে মেসেজ দেওয়া দরকার যে, আমদের ভোট পেতে হলে, তার জন্য দরকার পররাষ্ট্র নীতি'র ব্যাপার্ নিউজিল্যান্ড লেবারের মত 'ব্যালেন্সড এপ্রোচ'।, পররাষ্ট্র নীতি আমাদের কাছে একটা মেজর ফ্যাক্টর।

কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, অস্ট্রেলিয়া ছোট দেশ, যে ক্ষমতা'য় যাবে তারই আমেরিকার কথা শুনতে হবে। ভূল, সম্পূর্ন ভূল, ইরাক যূদ্ধের সময় আমেরিকা, ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার মত মিত্র, ট্রেডিং পার্টনার এবং বড় প্রতিবেশী'র চাপ উপেক্ষা করে হেলেন ক্লার্ক'এর নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড লেবার, আগ্রাসনে যোগদান থেকে বিরত ছিল!

ডাঃ হানিফ, মামদু হাবিব ও ডেভিড হিক্স এর 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে শুধু গ্রীন'ই কথা বলেছে। ভবিষ্যতে'ও ডাঃ হানিফের মত আমাদের সমাজের (বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, চাইনীজ; এনি মাইনরিটি) কাউকে যদি অস্ট্রেলিয়া'য় বা বিদেশে অন্যায়ভাবে হেয় বা 'হ্যারাস' করে বা আমাদের যদি কারো দরকার হয়, তবে তার জন্য যে শুধু মাত্র গ্রীন'ই কথা বলবে, তা অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়। মামদু হাবিব ও ডেভিড হিক্স আস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন হিসাবে, সরকার'এর পক্ষ থেকে 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে যে সাপোর্ট পাওয়ার কথা ছিল তা পায় নি। শুধু মাত্র গ্রীন'ই প্রথম থেকে 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে জোড়ালো দাবী জানিয়ে আসছিল।

কেভিন রাড'কে খুবই ঘৃন্য ভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারন করানো'র কারনে, অনেকেই মর্মাহত (যদিও মূলত ইমোশোণাল কারন) এবং প্রোটেষ্ট ভোট হিসাবে গ্রীন'কে ভোট দিতে চাচ্ছেন। মাইনিং ট্যাক্স' ও পোল রেজাল্ট'কে, যদিও দেখানো হয়েছে কেভিন রাড'কে ক্ষমতা থেকে সরানোর মূল কারন হিসাবে। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, পাসপোর্ট জালিয়াতি'র কারনে ইসরাইলী ডিপ্লোম্যাট'কে বহিস্কার'এর ব্যাপারে কেভিন রাড এর অনমনীয় মনোভাব'ও, কেভিন রাড'কে ক্ষমতা থেকে সরানোর অন্যতম কারন (http://www.heraldsun.com.au/news/stephen-smith-angrily-hits-out-at-criticism-of-israeli-expulsion/story-e6frf7jo-1225870902594)।

একই সাথে কট্টর প্রো-ইসরাইলী জুলিয়া গিলার্ডের (http://www.smh.com.au/national/gillard-stands-by-partner-over-israel-job-link-20100629-zjcx.html) ক্ষমতা'য় আরোহন, একই সূত্রে গাথা বলে মনে করার মত যথেষ্ট কারন নয় কি (http://www.dailytelegraph.com.au/news/gillard-quiet-on-gaza-attack/story-e6freuy9-1111118480528)!

জর্জ গ্যালাওয়ে (www.georgegalloway.com) **এবং বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র শিক্ষাঃ** ইরাক আক্রমনের আগে যখন ব্রিটিশ লেবার পার্টি জনমত, লেবার সমর্থক ও সমগ্র বাংলাদেশি কম্যূনিটি'র মতামত'কে উপেক্ষা করে, তখন ইরাক যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ভোকাল অপনেন্ট জর্জ গ্যালাওয়ে'কে পার্টি'র বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে লেবার পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়।

পরবর্তী নির্বাচনে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা জর্জ গ্যালাওয়ে, বাংলাদেশি কম্যূনিটি'র এলাকা, লেবার পার্টি'র চিরস্থায়ী সিট বলে খ্যাত, লন্ডনের 'বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো' থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধীতা করেন। তিনি বলেন, ইরাকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আমাকে একবার সুযোগ দিন। আগামীতে আমি আর প্রতিদ্বন্ধীতা করবো না বরং আপনাদের মধ্য থেকে কাউকে নমিনেশন দিব (অন্যদিকে লেবার যুগ যুগ ধরে সাদা বা বাইরের কাউকে আপনাদের এলাকায় নমিনেশন দিচ্ছে এবং দিয়ে যাবে)।

দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশি কম্যূনিটি' ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ও সফল প্রতিবাদকারী জর্জ গ্যালাওয়ে'কে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভোট দেন। বাংলাদেশি কম্যূনিটি'র ভোটে জর্জ গ্যালাওয়ে নির্বাচিত হন এবং তিনি তার প্রতিজ্ঞা পালন করেন। তিনি ইউ এস সিনেট' সহ বিভিন্ন মিডিয়া'য় ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোড়ালো প্রতিবাদী ভূমিকা রাখেন। জর্জ গ্যালাওয়ে'কে নির্বাচনের মাধ্যমে বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র বাংলাদেশি কম্যূনিটি' সারা বিশ্বের সামনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

গত নির্বাচনে জর্জ গ্যালাওয়ে' তার রেসপেক্ট পার্টি থেকে বাংলাদেশি বংশদ্ভূত প্রার্থী আবজল মিয়া 'কে নমিনেশন দিলে, লেবার পার্টি বাংলাদেশি বংশদ্ভূত রোশনারা'কে নমিনেশন দিতে বাধ্য হয়। রোশনারা' প্রথম বাংলাদেশি বংশদ্ভূত প্রার্থী হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট'এর সদস্য নির্বাচিত হন। বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র ঘটনা আমাদের দুটি শিক্ষা দেয়। এক, আমরা সেই দল বা প্রার্থী'কেই সমর্থন করব যে আমাদের কথা বলবে, আমাদের মতামতের মূল্য দিবে। দুই, আমাদের সীটে, যে কোন দল'কে পরাজিত করার ক্ষমতা আমাদের আছে।

উপরের ঘটনা প্রমান করে,আমরা যদি উদ্যোগী হয়ে, প্রয়োজনে আমাদের ভোট সুইং করাই তা হলে আমাদের নির্বাচনী এলাকায়তো বটেই, ভবিষ্যতে লেবার পার্টি'র সিদ্ধান্ত গ্রহনে এবং এমনকি অস্ট্রেলিয়ার'র নির্বাচনে আমরা অনেক বেশি এফেক্টিভ ভূমিকা রাখতে পারি।

লেবার পার্টি'র পলিসি মেকার'দের কাছে একটা ব্যাপার পরিস্কার হওয়া দরকার, আমদের একার পক্ষে লেবার'কে জেতানোর ক্ষমতা না থাকলেও, আমদের ভোট সুইং করিয়ে কয়েকটি সীটে লেবার'কে হারানো'র ক্ষমতা আমদের আছে বা এই মূহূর্তে না থাকলেও সেই ক্ষমতা হতে আর বেশী দিন বাকী নাই।

লেবার ধরেই নিয়েছে, আমাদের (মাইনরিটি) ভোট তারা সবসময়ই পেয়ে যাবেঃ আমেরিকার ইহুদী ভোটের প্রভাব আমরা দেখেছি। তার বিপরীতে আমরা দেখতে পাই অস্ট্রেলিয়ায় মাইনরিটি বা মুসলিম ভোটারদের চরম দুরাবস্থার কথা। তিন থেকে চারটি সীটে তাদের ব্যাপক উপস্থিতী থাকলেও, তার কোন প্রভাব লেবার পার্টি'র উপর দেখি না। তাই আমরা দেখতে পাই, এমনকি, হাজেম আল মাজরির মত জনপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব'কে লেবার পার্টি, ফেডারেল পার্লামেন্ট'এ নমিনেশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না। কারন তারা ধরেই নিয়েছে, আরব ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলিম কম্যূনিটি'র ভোট তাদের জন্য গ্যারান্টেড! যদিও হাজেম আল মাজরির নির্বাচনী এলাকায় ইয়াং, বুলডগ সাপোর্টার, আরব ক্রিশ্চিয়ান ও এবং মুসলিম কম্যূনিটি'র ভোটারদের মধ্যে হাজেম আল মাজরির মত জনপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব আর নাই।

এর পাশাপাশি আমরা দেখি, লেবার ও লিবারেল, দুই দলই, প্রাক্তন টেনিস খেলোয়ার,গায়ক'দের ধরে এনে নমিনেশন দিচ্ছে! এর পরও আমাদের বোধদয় হয় না!! আমরা (মাইনরিটি ও ইমিগ্রান্ট কম্যূনিটি) পছন্দের দলটি'কে অন্ধের মত প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিবার'ই ভোট দিয়েই চলেছি।

আমাদের (ইমেগ্রান্ট কম্যুনিটি'র) প্রশ্নাতীত আনুগত্য'ই আমাদের সবচেয়ে বড় দূর্বলতাঃ এই কারনে বড় দুই দলের কেউ'ই আমাদের মতামত জানার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাদের এম পি রা আমাদের অনুষ্ঠানে পদধূলি দিয়ে, চেহারা দেখিয়ে বা এক প্লেট ফ্রি খাওয়া খেয়ে, 'ভেরী ইয়ামী' বলে আমাদের ধন্য করে দিয়ে যান! তাই আমরা দেখি, যদিও গ্রেটার সিডনি'র ৬-৭ টি ইলেক্টোরেট এর কমপক্ষে ৩০ -৪০ ভাগ ভোটার গাজা'য় ইসরাইলী বর্বর আক্রমনের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু পার্লামেন্ট এ একমাত্র ল্যারি ফারগ্যুসন, এম পি (যার ইলেক্টরেট রীড'এ মেজরিটী আরব ক্রিশ্চিয়ান ও মূসলিম ভোটার) বাদে সব লেবার এম পি, ইসরাইল এর সমর্থনে বিল পাশ করেছে!! ল্যারি ফারগ্যুসন নিউট্রাল থেকে দায় সেরেছেন।

লেবার'কে ভোট'এর সাথে মেসেজ দিনঃ প্রেফারেন্স সিস্টেম এর কারনে আমরা লেবার'কে ভোট'এর সাথে মেসেজ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আপনি যদি, ডাঃ হানিফ এর সাথে বৈশম্য মূলক আচরনে মর্মাহত হয়ে থাকেন, ইরাকে আগ্রাসনে মিলিয়ন মানুষের করুন মৃত্যুতে আর নিরীহ প্যালেস্টাইনীদের উপর ইসরাইলি'দের বর্বরতায় ব্যাথীত হয়ে থাকেন, তবে তা প্রকাশ করার সময় এখনই।

মেসেজ ইন আ ব্যালট পেপারঃ লেবার'কে এখনই বুঝানো দরকার যে, আমরা সব ইস্যুতে তাদের আর অন্ধভাবে সমর্থন করি না বরং কিছু কিছু ইস্যুতে দ্বিমত পোষন করি। এখন গ্রীন আমাদের প্রথম প্রেফারেন্স, কিন্তু আমরা এখনো লিবারেল এর চেয়ে লেবার'কে ভাল মনে করি, তাই লেবার এখন পর্যন্ত আমাদের সেকেন্ড প্রেফারেন্স। ফলে আল্টিমেটলি আমাদের ভোট লেবার'ই পাবে, (উইথ আ মেসেজ)। ভবিষ্যতে লেবার আমাদের প্রথম প্রেফারেন্স না তৃতীয় প্রেফারেন্স হবে লেবারের ভবিষ্যত কার্যক্রম'ই তা নির্ধারন করবে।

অপ্রাত্যাশীত ভাবে পার্লামেন্ট'এ লেবারের প্রাইমারী ভোট, গ্রীন এ সুইং করার ফলে লেবার একটা ক্লিয়ার মেসেজ পাবে যে, তাদের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার অসন্তুষ্ট এবং তারা তার কারন অনুসন্ধান করবে। অন্যদিকে প্রতি ইলেক্টোরেট'এ যদি গ্রীন এর প্রাইমারী ভোট (কৃতজ্জতা স্বরূপ) কয়েক হাজার, এমনকি এক হাজার বাড়লেও তা হবে প্রায় ২৫% বৃদ্ধি। যা ভবিষ্যতে গ্রীন'কে 'ঠিক কাজ করার জন্য' আরো সাহস যোগাবে এবং একই সাথে লেবার' এর লোকাল এম পি'র উপর চাপ সৃষ্টি করবে আমাদের মতামত'কে গুরূত্বের সাথে গ্রহন করার জন্য।

আর সিনেটে গ্রীন'এর ভোট বাড়লে তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রীন "ব্যালেন্স অফ পাওয়ার" কন্ট্রোল করবে। ক্ষমতায় না গিয়েও গ্রীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পাড়বে!

ব্যাক্তিগত অভিজ্জতাঃ ২০০৪ এর নির্বাচনের আগে লোকাল ফেডারেল এম পি, লিবারেল ক্যান্ডিডেট রস ক্যামরুন'এর অফিসে আমি এক কাজে যাই এবং তারা আমাকে বেশ হেল্প করে (মার্জিনাল সীট বলেই হয়তো)। কিন্তু ইরাক যুদ্ধের সময় জন হাওয়ার্ড এর সমর্থনে রস ক্যামরুন'এর বক্তব্যে আমি খুবই হতাশ হই। ২০০৪ এর নির্বাচনের আগের শনিবার এ দেখি ক্যান্ডিডেট রস ক্যামরুন' হ্যারিস পার্কে ভোট ভিক্ষা করছেন। তখন আমার সাথে আমার কয়েকজন ভোটার আত্মীয় ছিলেন। আমি রস ক্যামরুন'এর কাছে গিয়ে কিছুদিন আগে তার অফিস থেকে আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ দেই। তারপর ভোটের কথা উঠলে আমি বলি, সরি, ইরাক যুদ্ধে আপনার অন্যায় সমর্থন এর কারনে আমি, আমার এই আত্নীয়রা এবং আমাদের কম্যুনিটি'র বেশ কয়েকজন বন্ধু আপনাকে আর ভোট দিতে পারব না! রস ক্যামরুন' তখন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

সেই ইলেকশনে যখন, লিবারেল এর জয় জয়াকার, তখন রস ক্যামরুন মাত্র শখানেক ভোটে জুলি ওয়েন্স এর কাছে প্যারামাটা সীট হারান। আমি নিশ্চিত, সেই দিন নিশ্চয়ই রস ক্যামরুন' মাইনরিটি ভোটের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। অন্যদিকে ফেডারেল ইলেকশনে লেবার হেরে যাওয়া সত্ত্বেও, আমাদের সীট'এ লেবার জিতেছিল, তাই রাত্রে আমি 'কমার্শিয়াল হোটেল'এ (প্যারামাটা

ষ্টেশনের উল্টদিকে) জুলি ওয়েন্স এর রি'একশন দেখতে যাই এবং তাকে একজন 'লেবার সদস্য' হিসাবে অভিনন্দন জানাই। তার পর থেকে, যখনই জুলি ওয়েন্স এর সাথে দেখা হয় সে ঠিকই আমাকে চিনতে পারে বা হ্যালো বলেন। এই হচ্ছে, মার্জিনাল সীট এর ভোটার এর ক্ষমতা!

আপনার মতামত এর কার্যকারিতাঃ যখন কথা হয় তখন সব যুক্তি শুনে অনেকে বলেন, কি আর হবে ভাই, ওরা কি আমাদের কথা শুনবে! অবশ্যই শুনবে, যদি আমরা স্মার্ট ওয়েতে বলতে পারি। আমরা যদি **বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র** ভোটারদের মত আমদের ভোট সুইং করাতে পারি, তখন লেবার এবং গ্রীন দুই দলই আমাদের 'গুডবুক'এ থাকার চেষ্টা করবে। যেমন আমেরিকার রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রাট দুই দল'ই, ইহুদী ভোটারদের 'গুডবুক'এ থাকার চেষ্টা করে।

বাস্তব অবস্থা ও আমাদের করনীয়ঃ আমি জানি, আমরা আমেরিকার ইহুদী ভোটারদের মত, এমনকি বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র বাংলাদেশি কম্যুনিটি'র মত শক্ত আবস্থানে বা তার কাছাকাছিও নাই। কিন্তু কয়েকটি ইলেক্টোরেট'এ আমাদের কয়েক হাজার করে ভোটার আছে যা লেবারের মার্জিনের একটা বড় অংশ এবং গ্রীন' ভোটের প্রায় ২৫ থেকে ৪০ পারসেন্ট। তাই এই মার্জিনাল সীটগুলিতে আমদের ভোট বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে।

তাই সিনেটে গ্রীন আর পার্লামেণ্ট এ প্রথম প্রেফারেন্স গ্রীন আর দ্বিতীয় প্রেফারেন্স হিসাবে লেবার'কে ভোট দিন। ফলে লেবার আপনার ঠিকই ভোট পাবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রেফারেন্স হিসাবে। লেবার পার্লামেন্ট'এ জিতলেও, একই সাথে আমাদের/আপনার মেসেজ (আমাদের আনুগত্য' আর প্রশ্নাতীত নয়) ঠিকই পেয়ে যাবে।

সিনেটে গ্রীন এর সীট এবং পার্লামেন্ট'এ গ্রীন এর প্রেফারেন্স ভোট বৃদ্ধি পেলে (বিশেষত মার্জিনাল সীট গুলিতে), পাওয়ার ব্রোকার হিসাবে গ্রীণ আরো অনেক বেশী এফেক্টিভ ভূমিকা রাখতে পারবে। ফলে গ্রীন এবং লেবার, দুই দলই আমাদের কম্যুনিটির উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, ফলে আমদের ইস্যুতে আরো বেশী সম্পৃক্ত হবে, এগিয়ে আসবে নিজের স্বার্থেই। সাপ ও মড়বে, লাঠিও ভাঙ্গবে না! **আসুন, বেথনেল গ্রীণ এন্ড বো'র ভোটারদের মত নতুন করে ভাবতে শিখি।**

সর্বশেষঃ "গ্রীন 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' কন্ট্রোল করলে, নতুন কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা হবে" জুলিয়া গিলার্ড ও টনি এবোট এর ডিবেটে, এই ছিল লিবারেল নেতা টনি এবোটের একটি কমেন্ট। দেখা যাক, বিষয়টা আমাদের জন্য ভাল না খারাপ। কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা হলে গ্রীন হাউস গ্যাস কবে যাবে, এর জন্য ২১ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান এর সাথে আমরা এখানে বসবাসকারী প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান'ও কিছুটা এক্সট্রা কন্ট্রিবিউট করব। গ্রীন হাউস গ্যাস কমে গেলে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' এর রেইট কমে যাবে। আর ফলে যে কয়টি দেশ এর ফলে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে তার মধ্যে প্রথম দিকে আছে আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। "গ্রীন 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' কন্ট্রোল করলে, নতুন কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা হবে" আমাদের জন্য এর চেয়ে ভাল, আর কি কিছু কি হতে পারে? GO GREEN!

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১ আগষ্ট, ২০১০, সিডনী